ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

DL- No.-03 /Date:29/02/2025 ● Prgi Application Process No. : T/WB/2024/0617/6991/1130 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ০৮৩ ● কলকাতা ● ১৩ চৈত্র, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ২৭ মার্চ ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

শুভেন্দুর ধর্মযুদ্ধকে সমর্থন জানালেন RSS এর মুখপত্র

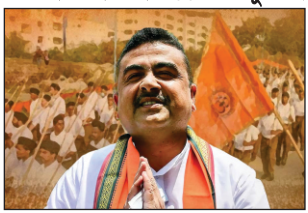

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

'২৬ এর বিধানসভা ভোট বিজেপির পাখির চোখ। এই ভোটযুদ্ধেকে শুভেন্দু 'ধর্মযুদ্ধ' বলেছেন। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন, হিন্দু ধর্ম রক্ষার লড়াই এই ভোট। শুভেন্দুর অতি হিন্দুত্ববাদীতা নিয়ে সমালোচনাও হয়েছে। এই মুহূর্তে তাঁর পাশে RSS। RSS এর মুখপত্র স্বস্তিকা তে লেখা হয়েছে -'অর্ধমকে উৎখাত করতে শুভেন্দু অধিকারীর ধর্মযুদ্ধের আহ্বান সময়োচিত। তাঁকে অস্ত্র-

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

এবিপি আনন্দের বিরুদ্ধে মামলা হবে আর ছোট চ্যানেলদের মারধর?', রাজ্যকে বিরাট নির্দেশ ক্ষুব্ধ হাইকোর্টের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

খাস কলকাতায় আক্রান্ত হতে হয়েছিল মহিলা সাংবাদিককে। তাও আবার কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে। যা নিয়ে বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। দায়ের হয়েছিল মামলাও। এবার সেই ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানাল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের সাফ মন্তব্য, 'হাইকোর্টের মতো স্থানে শান্তি শৃঙ্খলা ও সকল সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা পাওয়ার অধিকার রয়েছে।'এই অবস্থায় সহকর্মী সঞ্জীবকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেন বঙ্গ টিভির সাংবাদিক (Reporter) রোজিনা। তখন ওই মহিলারা তার ওপর চড়াও হন। তাকে হেনস্থা করা হয়, মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পরে দীর্ঘ বচসার পর সেই ফোন ফেরত দেওয়া হয়। সাংবাদিক ও তাঁর চিত্রগ্রাহককে নিগ্রহের ঘটনায় হেয়ার স্ট্রিট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন রোজিনা।আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'হাইকোর্টের মত

এরপর ৩ পাতায়

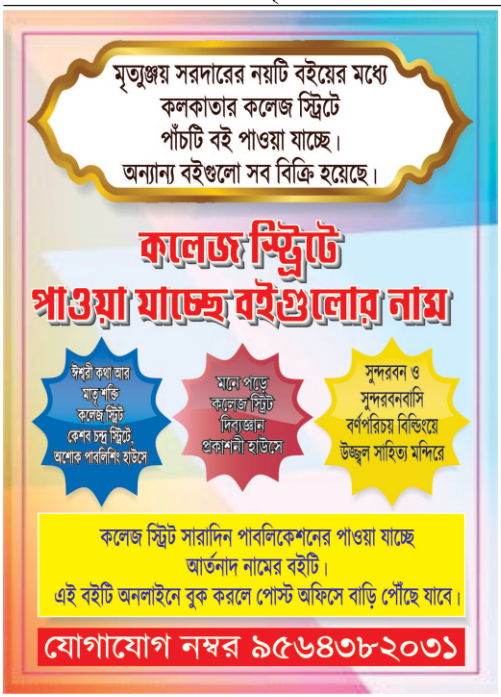

প্রত্যন্ত এলাকার দুঃস্থ মানুষদের কথা মাথায় রেখে পঞ্চায়েতের সহায়তায় গ্রামে স্থায়ী ম্যারেজ হল

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ নম্বর ব্লকের পেটবিন্ধি গ্রাম পঞ্চায়েত একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি, পঞ্চায়েতের তরফ থেকে একটি নতুন ম্যারেজ হল নির্মাণ করা হয়েছে, যা মূলত নিম্নআয়ের মানুষের সুবিধার্থে ব্যবহৃত হবে। গ্রামীণ এলাকায় বিয়ে বা অন্যান্য পারিবারিক অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণত প্যান্ডেল তৈরি করতে হয়, যার খরচ বেশ অনেকটাই বেশি। গরিব মানুষদের জন্য এটি একটি বিশাল আর্থিক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এই সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে পেটবিন্ধি গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একটি স্থায়ী ম্যারেজ হল তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এতে স্থানীয় মানুষ বিনামূল্যে বা সামান্য খরচে তাদের বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান করতে পারবেন, যা তাদের আর্থিকভাবে অনেকটাই স্বস্তি দেবে।পঞ্চম অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থ থেকে এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এই অর্থ দিয়েই সম্পূর্ণ হল নির্মাণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় রয়েছে। বৈশাখ মাস থেকে চালু হবে এই স্থায়ী ম্যারেজ হল।পেটবিন্ধি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শঙ্কর প্রসাদ দে জানিয়েছেন যে, এই হল শুধুমাত্র বিবাহের জন্য নয়, বরং এটি বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যাবে । এই ধরনের উদ্যোগ একদিকে যেমন দরিদ্র জনগণের জন্য বড় সুবিধা এনে দেবে, তেমনি গ্রামীণ এলাকার সার্বিক উন্নয়নের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।এলাকার সাধারণ মানুষ এই উদ্যোগকে অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন। অনেকে মনে করছেন, এটি শুধু একটা হল নয়, বরং এটি গ্রামের দরিদ্র মানুষের জন্য একটা আশার আলো। এমন এক উদ্যোগ, যা অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়াবে। পেটবিন্ধি গ্রাম পঞ্চায়েতের এই ধরনের সামাজিক উদ্যোগ ভবিষ্যতে আরও অনুপ্রেরণার কারণ হতে পারে। অন্যান্য গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিও যদি এই রকম প্রকল্প হাতে নেয়, তাহলে গ্রামীণ এলাকার উন্নয়ন আরও দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবে।

ভাঙা হচ্ছে মধুসূদন দত্তর বাড়ি! বাঁচাতে আদালতের দারস্থ কলকাতা পুরসভা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

তিনি বাঙালির স্মৃতিতে সদা জাগরুক। তিনি মাইকেল মধূসূদন দত্ত, বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ। অথচ তাঁর স্পর্শধন্য বসতবাড়িকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে আদালতের দ্বারস্থ হতে হচ্ছে খোদ কলকাতা পুরসভাকে।প্রবীণ অধ্যপক পবিত্র সরকারের কথায়, ''বাংলা সাহিত্যের নবজাগরণের অগ্রদূত মধুকবির স্মৃতিরক্ষায় স্থানীয় মধূসূদন লাইব্রেরি উদ্যোগী হয়েছে। পুরসভার সঙ্গে রাজ্য সরকারও যদি সক্রিয় পদক্ষেপ নেয় তবে হয়তো কিছু করা যেতে পারে।''

এরপর ৩ পাতায়

শ্বেতা চান্ডক : মহিলা সামাজের জন্য অনুপ্রেরণা ও ক্ষমতায়নের এক আলোকবর্তিকা

জগদীশ য়াদব

কলকাতা। 2025 সালেও যেখানে লিঙ্গ সমতা একটি সংগ্রাম হিসেবে রয়ে গেছে, সেখানে শ্রীমতি শ্বেতা চান্ডক সর্বত্র মহিলাদের জন্য একজন শক্তিশালী অনুপ্রেরণা এবং আদর্শ হিসেবে আবির্ভূত হন। তার যাত্রা এই সত্যের প্রমাণ যে মহিলারা কোনওভাবেই পুরুষদের চেয়ে দুর্বল নয়, ভারত এবং বিদেশে তার ক্ষমতা প্রমাণ করে। কলকাতায় চান্ডক পরিবারের এক ভাই এবং দুই বোনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে জন্মগ্রহণকারী শ্বেতা ছোটবেলা থেকেই বুদ্ধিমত্তা এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। নারীদের দুর্বল লিঙ্গ হিসেবে চিহ্নিত করার সামাজিক ধারণাকে উপেক্ষা করে, তিনি ক্রমাগত সেই ভুল ধারণাগুলিকে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন এবং ভেঙে দিয়েছিলেন। দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি এবং শেখার প্রতি আগ্রহ নিয়ে, শ্বেতা 2006 সালে তার মাস্টার অফ কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন (এমসিএ) ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন, তার বাবা-মায়ের অটল সমর্থনে। তার ব্যতিক্রমী দক্ষতা এবং নিষ্ঠা তাকে বেশ কয়েকটি নামী কোম্পানি থেকে চাকরির প্রস্তাব পেতে পরিচালিত করেছিল।

শ্বেতা 2008 সালে বিশাল ঝাওয়ারকে বিয়ে করেন এবং যুক্তরাজ্যের লন্ডনে চলে যান, যেখানে তিনি তার পেশাগত জীবনে দক্ষতা অর্জন অব্যাহত রাখেন। এই ক্ষেত্রের সেরা প্রতিভাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে, তিনি সম্মানিত পদ অর্জন করেন এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে তার দক্ষতা প্রদর্শন করেন। কন্যা অনিষ্কার জন্মের পর, শ্বেতা তার সন্তান লালন-পালনের দিকে মনোনিবেশ করার জন্য তার কর্মজীবন থেকে একটি সংক্ষিপ্ত বিরতি নেন। সমাজে ছেলে সন্তানকে প্রাধান্য দেওয়ার প্রত্যাশার বিপরীতে, তিনি অত্যন্ত গর্ব এবং আনন্দের সাথে মাতৃত্ব গ্রহণ করেন। তার কর্মজীবন পুনরায় শুরু করার পর, শ্বেতা একটি অসাধারণ প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি যুক্তরাজ্য সরকারের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পোর্টাল তৈরিকারী দলের অংশ ছিলেন, যার ফলে তার নিয়োগকর্তাদের কাছ থেকে তিনি ব্যাপক স্বীকৃতি এবং প্রশংসা অর্জন করেন।

এরপর ৪ পাতায়

(১ম পাতার পর)

শুভেন্দুর ধর্মযুদ্ধকে সমর্থন জানালেন RSS এর মুখপত্র

বুদ্ধি-উপদেশ দেওয়ার দায়িত্ব সকলের। নইলে পাপের ঘরের চক্রব্যূহ ভেদ করা তাঁর একার পক্ষে সম্ভব নয়।' এ কথাই লেখা হল স্বস্তিকায়। একইসঙ্গে আরও লেখা হল, 'দ্ব্যর্থহীনভাবে নিজেকে হিন্দু বলে তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। বর্তমান ভারতে এই সাচ্চা ভাবটাই প্রয়োজন।' স্বাভাবিক কারণেই শুভেন্দু এতে খুবই উৎসাহিত।

বিজেপি ধরেই নিয়েছে '২৬ তাদের পক্ষে রায় দেবে। তাই তারা অলআউট ময়দানে নেমে পড়েছেন। ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে বাংলাকে পাখির চোখ করেছে পদ্ম শিবির। ইতিমধ্যে টার্গেটও সেট করে দিয়েছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অন্যদিকে, কয়েক সপ্তাহ আগেই বড় কর্মসূচি নিয়ে বাংলায় এসেছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভগবৎ। করেছেন দফায় দফায় বৈঠক। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বড় অংশের মতে তাতেই যেন বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে বাংলার পদ্ম ব্রিগেড।

এরইমধ্যে আবার হিন্দুত্ববাদের লাইনে হেঁটে সোজাসাপটা প্রচার কর্মসূচি নিয়ে ফেলেছে বিজেপি। 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, ছাব্বিশে বিজেপি সরকার চাই', গোটা রাজ্যেই এই লাইনে পোস্টার ফেলেছে পদ্ম শিবির। যা নিয়ে চাপানউতোরের অন্ত নেই। অন্যদিকে তৃণমূলের 'তোষণের' রাজনীতি নিয়েও লাগাতার তোপ দেগে চলেছেন বিজেপি বিধায়করা।

(১ম পাতার পর)

এবিপি আনন্দের বিরুদ্ধে মামলা হবে আর ছোট চ্যানেলদের মারধর?' রাজ্যকে বিরাট নির্দেশ ক্ষুব্ধ হাইকোর্টের

সংবেদনশীল জায়গায় এই ধরণের ঘটনা কখনওই কাম্য নয়। আদালতের একপাশে বিধানসভা অন্যদিকে গভর্নর হাউস। সেখানে এই ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' শুনানিতে এবিপি আনন্দের প্রসঙ্গ টেনে বিচারপতি বলেন, ' 'বড়দের জন্য হবে, এবিপি আনন্দের বিরুদ্ধে মামলা হবে আর ছোট চ্যানেলের জন্য মারধর খাওয়ানো হবে। এটা হয় না।'

যাতে এহেন ঘটনা আর হাইকোর্ট চত্বরে না ঘটে তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। আদালতের বর্ষীয়ান আইনজীবীদের ব্যক্তিগতভাবে এই ঘটনার মীমাংসা করে নেওয়ার জন্য বলেন বিচারপতি। আগামী ২ এপ্রিল মামলার পরবর্তী শুনানির দিন আদালতে রাজ্যকে কেস ডায়েরি জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মূল ঘটনা: গত ২৮ ফেব্রুয়ারি বঙ্গ টিভির সাংবাদিক রোজিনা রহমান এবং চিত্র সাংবাদিক সঞ্জীব বসু হাইকোর্টের 'বি' গেটে কর্মরত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। সেই সময় আচমকাই কালো কোট পরিহিতা কয়েকজন মহিলা সঞ্জীবের ওপর চড়াও হন বলে অভিযোগ। অকথ্য ভাষায় হুমকি দেওয়ার পাশাপাশি ধাক্কাধাক্কি, মারধর শুরু হয়।

ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরে সাংবাদিক লেখেন, 'এমতাবস্থায় আমি ও আমার ক্যামেরা পারসন খুবই আতঙ্কিত ও ভীতসন্ত্রস্ত। আজ হাইকোর্টের মতো জায়গায় আমাদের এই পরিস্থিতি হলে বাকি কোনও জায়গাতেই আমরা সুরক্ষিত নই। যে কোনও সময় আমাদের প্রাণ সংশয়ও হতে পারে। আমার বিনীত নিবেদন উপরিউক্ত বিষয়টি বিবেচনা করে একটা এফআইআর করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে উপকৃত হব'। মামলা হয় হাইকোর্টে। সেই মামলাতেই এবার বড় নির্দেশ।

রেলের জায়গায় অবৈধ দখলকারীদের উচ্ছেদে এসে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদে ফিরে গেল রেল পুলিশ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি

হরিপাল স্টেশন ও স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় রেলের জায়গায় অবৈধ দখলকারীদের জায়গা ছেড়ে দেওয়ার জন্য রেলের তরফ থেকে আগেই নোটিশ করা হয়েছিল সেই নোটিশের পর আজ ২৬ শে মার্চ রেলের পক্ষ থেকে অবৈধ দখলদার হটাতে ব্যাপক পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করেছিল রেল, সাথে সাথে আরামবাগ সাংগঠনিক মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী ডাক্তার করবী মান্নার নেতৃত্বে এলাকার হকারদের পরিবারদের লোকজন সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও কর্মীরা সকাল থেকেই হকার উচ্ছেদের বিরুদ্ধে অবস্থান বিক্ষোভ ও প্রতিবাদে সামিল হয়। এই বিক্ষোভ কর্মসূচি একাধিকক্রমে চলতে থাকে প্রচুর মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য কোরে অবশেষে পুলিশ ফিরে যেতে বাধ্য হয়। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না হরিপাল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দেবাশীষ পাঠক আশুতোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত সরকার হরিপাল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুচন্দ্রা ধোলে অধিকারী সহ কয়েকশো হকার এবং হকার পরিবারে সদস্যরা।

(২ পাতার পর)

ভাঙা হচ্ছে মধুসূদন দত্তর বাড়ি! বাঁচাতে আদালতের দারস্থ কলকাতা পুরসভা

কলকাতার ইতিহাস গবেষক ডা. শঙ্কর নাথের কথায়, ''মাইকেল মধূসূদন প্রথম ভারতীয় পিজি হাসপাতালে যাঁর চিকিৎসা হয়েছিল। কারণ তিনি খ্রিস্টান ছিলেন।'' তাঁর কথায় ১৮৩৬-'৩৭ সাল নাগাদ কাশীপ্রসাদ ঘোষের পরিবার থেকে এই বাড়ি কিনেছিলেন মাইকেল মধুসূদনের পরিবার। সম্ভবত তাঁর বাবা।''

শঙ্করবাবুর কথায়, ''খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পরে ইউরোপ থেকে কলকাতায় এসে এই বাড়িতেই থাকতেন। অন্তত এমনটাই শুনেছি।''১৮৭৩ সালের ২৯ জুন মাইকেলের মৃত্যু হয়। যেখানে কলকাতা পুরসভা তৈরি হয় ১৮৭৬ সালে।পুরসভার রেকর্ড বলছে এখন যেটি ৭৭ নম্বর ওয়ার্ড সেই সময় ওই এলাকা গার্ডেনরিচ পুরএলাকার মধ্যে ছিল। মাঝের সময় অনেক ভাঙাগড়া হয়েছে। কলেবরে অনেকটাই বড় হয়েছে কলকাতা পুরসভা। কিন্তু দু'শোবছর পর এমন কোনও প্রামাণ্য নথি পুরসভার কাছে নেই যে প্রমাণ করা যায় ২০বি কার্ল মার্ক্স সরণির দোতলা বাড়িতেই জীবনের শেষ ক'টা বছর কাটিয়েছিলেন মধুকবি।

একপক্ষ যখন ওই জমিতে বহুতল তৈরির তোড়জোড় শুরু করছে, একই সময়ে পুরসভাও কলকাতার ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ করছে। ৮০বি কার্ল মার্ক্স সরণির দোতলা বাড়ির সঙ্গে কোনও প্রামাণ্য অকাট্য তথ্য জোগাড় করা যায়। পুর কমিশনার ধবল জৈনের কথায়, "পুরসভার হেরেটেজ তালিকায় ওই বাড়ি ঐতিহ্যশালী ভবন হিসাবে চিহ্নিত। কিন্তু আদালতে সেই তথ্য গ্রাহ্য হয়নি। তবে ডিভিশন বেঞ্চে যাওয়ার আগে মেয়র পারিষদ বৈঠকে সিদ্ধান্ত হবে।" পুরসভার হেরিটেজ বিভাগ বলছে আপিল করার জন্য জোরালো তথ্য জোগাড় করা হচ্ছে। পুরসভার তথ্য বলছে ৮০এ এবং ৮০সি অংশটি ভাঙা হয়েছে। ৮০ বি অংশটির পিছনের অংশ ভাঙার কাজ চলছে।

সম্পাদকীয়

কয়লা উৎপাদন ও বন্টনে স্বচ্ছতা

কয়লা উৎপাদন ও বন্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিজ কোম্পানী লিমিটেড কয়লা উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য এন্টারপ্রাইজ রিসোর্স প্ল্যানিং সিস্টেমের মাধ্যমে সংরক্ষিত করে। বন্টনের ক্ষেত্রে এই দুটি সংস্থা কয়লা মন্ত্রকের নির্দেশিত নীতি মেনে চলে। বর্তমানে এ সংক্রান্ত নতুন বন্টন নীতি ছাড়াও স্কিম ফর হার্নেসিং অ্যান্ড অ্যালোকেটিং কয়লা ট্রান্সপারেন্টলি ইন ইন্ডিয়া বা শক্তি এবং ব্রিজ লিঙ্কেজ পলিসি সহ নানা নীতি অনুসরণ করা হয়। কয়লা উৎপাদক সংস্থাগুলির সংগে গ্রাহকদের চুক্তি অনুযায়ী, নির্দিষ্ট পরিমাণ কয়লা সরবরাহ করা হয়।

দেশের কয়লা খনিগুলির পরিবেশগত সুস্থায়ী ব্যবস্থাপনা মেনে চলা নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পরিবেশ-বান্ধব এই উদ্যোগগুলির মধ্যে রয়েছে – বনসৃজন, যে অঞ্চলে কয়লা উত্তোলন করা হয়েছে, পরিত্যক্ত সেই খনিতে জমে থাকা জল কাজে লাগানো, ইকো-পার্ক তৈরি ইত্যাদি।

কয়লা ব্লকগুলির উন্নয়ন ও উৎপাদন সংক্রান্ত চুক্তি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এবং উত্তোলক সংস্থাগুলির মধ্যে হয়ে থাকে। নির্দিষ্ট নিলামের মাধ্যমে এই সংস্থাগুলিকে বাছাই করা হয়, যারা যন্ত্রের সাহায্যে কয়লা উত্তোলন করে সেগুলি পরিবহণ করে। এক্ষেত্রে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগানো হয়। কয়লা খনি থেকে কার্বন নিঃসরণ কমানোর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়। এর মধ্যে বৃক্ষরোপণ ছাড়াও খনি অঞ্চলের বিভিন্ন জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনা, সড়ক পথে যতটা সম্ভব কম কয়লা পরিবহণ করা এবং সৌরবিদ্যুৎ, বায়ু শক্তি, ভূ-গর্ভস্থ তাপকে কাজে লাগিয়ে খনির বিভিন্ন জ্বালানীর চাহিদা মেটানোর মতো পদক্ষেপ রয়েছে।

কয়লা মন্ত্রক বাণিজ্যিকভাবে কয়লা উত্তোলনের জন্য ২৮টি বেসরকারি সংস্থাকে দায়িত্ব দিয়েছে। ইতোমধ্যেই ২৬টি সংস্থা উত্তোলনের কাজ শুরু করেছে। কোল ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিজ কোম্পানী লিমিটেড তাদের কর্মী ও কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের চিকিৎসার জন্য সবধরনের ব্যবস্থা নিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কিছু তালিকাভুক্ত হাসপাতালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের চিকিৎসা করার সুযোগ রয়েছে। এই দুই সংস্থার ঠিকাদারদের কর্মীরা সংস্থার হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারিগুলির বহির্বিভাগে চিকিৎসা করাতে পারেন। সিঙ্গারেনি কোলিয়ারিজ – এর অস্থায়ী কর্মীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থাকলেও খনি শ্রমিকদের কোনও স্বাস্থ্য বীমা নেই।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কয়লা ও খনি মন্ত্রী শ্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

জঙ্গলের সর্প সম্পদের দেবী মা মনসা।দেবী মনসা কে ? মা মনসার ধ্যান মন্ত্র অনুসারে- ওঁ দেবীমম্বামহীনাং শশধরবদনাং চারুকান্তিং বদন্যাম্ । হংসারূঢ়মুদারামস ুললিতবসনাং সর্বদাং সর্বদৈব।। স্মেরাস্যাং মণ্ডিতাঙ্গীং কনকমণিগণৈর্মুক্ তয়া চ । প্রবালৈর্বন্দেহ হং সাষ্টনাগামুরুকু চগলাং ভোগিনীং কামরূপাম্ ।। (এর অর্থ- সর্প দিগের মাতা, চন্দ্র বদনা, সুন্দর কান্তি বিশিষ্টা, বদন্যা, হংস বাহিনী, উদার স্বভাবা , লোহিত বসনা , সর্বদা সর্ব অভিষ্ট প্রদায়িনী, সহাস্য বদনা, কণক মনি মুক্তা প্রবালাদির অলঙ্কার ধারিনী,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(২ পাতার পর)

শ্বেতা চান্ডক : মহিলা সামাজের জন্য অনুপ্রেরণা ও ক্ষমতায়নের এক আলোকবর্তিকা

যাইহোক, 2022 সালের জানুয়ারিতে জীবন এক ভয়াবহ মোড় নেয় যখন তার স্বামী বিশাল ঝাওয়ার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মর্মান্তিকভাবে মারা যান। ভেঙে পড়া এবং হৃদয় ভেঙে পড়া স্বেতা নিজেকে এক সন্ধিক্ষণে পেয়েছিলেন। কিন্তু তার অদম্য মনোবল এবং তার মেয়ের সুস্থতার প্রতি তার অঙ্গীকার তাকে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দিয়েছে। ভারতের কলকাতায় ফিরে, তিনি তার নিজস্ব স্কিনকেয়ার ব্র্যান্ড, মুলোহা প্রতিষ্ঠা করেন, যা এখন সমস্ত শীর্ষস্থানীয় ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মে তার ছাপ ফেলেছে। তার উদ্যোক্তা যাত্রা অসাধারণ কিছু নয়, যা তার স্থিতিস্থাপকতা এবং প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করার দৃঢ় সংকল্পকে তুলে ধরে। শ্বেতা চান্ডকের গল্প একটি শক্তিশালী অনুস্মারক যে নারীরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। একজন আদর্শ স্ত্রী, দায়িত্বশীল কন্যা, যত্নশীল মা, সহায়ক বোন এবং এখন একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে, তিনি নারীর সীমাবদ্ধতার প্রাচীন ধারণা ভেঙে দিয়েছেন। তার যাত্রা অগণিত নারীকে তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে, সামাজিক বাধা ভেঙে প্রমাণ করতে অনুপ্রাণিত করে চলেছে যে শক্তি এবং দৃঢ়তার কোনও লিঙ্গ নেই। শ্বেতা চন্দক প্রকৃতপক্ষে নারীর ক্ষমতায়ন এবং স্থিতিস্থাপকতার একটি জীবন্ত প্রমাণ।

ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে এসব সম্ভাব্য এযুগেও মানুষ যতই তাকে বঞ্চিত করুক না কেন, সে নিজে একদিন ঘুরে দাঁড়ায়। তেমনই ইতিহাস শনিদেবের।শনির ক্রূরতা সম্পর্কে সকলেই অবহিত ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

লন্ডনে শিল্প সভায় 'জয় বাংলা' মমতার, 'আপনারা শাসন করতেন, ভালো বিল্ডিং বানিয়েছেন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে বক্তব্য রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজনেস মিটে সকলকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জানান মমতা। তিনি বলেন, 'আই লাভ ইউকে। কারণ আমাদের একটা আবেগের সম্পর্ক রয়েছে। একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে, হেরিটেজ সম্পর্ক রয়েছে। ১৯০ বছর আপনারা ভারতকে শাসন করেছিলেন।মমতা বলেন, 'বাংলায় বিনিয়োগের অনেক সুবিধা আছে। ...এটা আসল গেটওয়ে। আমরা সিনার্জি শুরু করেছি। মহিলা উদ্যোগপতিতেও আমরা এগিয়ে। আমার দলের ৩৯ শতাংশ নির্বাচিত প্রতিনিধি রয়েছে পার্লামেন্টে। মহিলারা এগিয়ে আসছেন। বাংলা ক্রমশ এগোচ্ছে। আমরা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের মতো লড়ছি। আমাদের সময় ইংরেজি দ্বিতীয় ভাষা ছিল। তবে এখন অনেক স্কুলে ইংরেজি প্রথম ভাষা হয়েছে। তিনি ধন্যবাদ জানান সকলকে। আমাদের রাজ্যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তিনি বলেন, আমি ছবি আঁকা শিখিনি। কিন্তু এখন আঁকতে পারি। বাংলায় আসুন। আমার আর আপনাদের মধ্যে কোনও দেওয়াল নেই। ...আবার আমরা আসব। বাংলায় বিনিয়োগ করুন।আপনারা ভারত শাসন করেছেন। আপনাদের আর্কিটেকটার দারুন।তিনবার ধন্যবাদ জানান। বাংলাকে ভুলবেন না। জয়হিন্দ, জয় বাংলা। 'স্বাধীনতার আগে যখন ভারতকে শাসন করতেন কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। সেকারণে আপনারা অনেক হেরিটেজ বিল্ডিং তৈরি করেছিলেন। আমরা রোজ সেটা মনে করি ...আমাদের পড়ুয়ারা পড়াশোনা করতে আসেন লন্ডনে। তারা আসতে ভালোবাসেন। বাংলা ক্রিকেট ফুটবল ভালোবাসে। আমাদের ব্রয়ান্ড অ্যাম্বাসডর হলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। অক্সফোর্ডের প্রোগ্রামে সৌরভ আসবে। বাংলার মানুষ ক্রিকেট ফুটবল ভালোবাসেন।'

মমতা বলেন, ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়েছে। মূলত সত্যম রায়চৌধুরীর কথা উল্লেখ করেন তিনি।

তিনি বলেন, 'শিল্পপতিরা এসেছেন এখানে। তাঁরা যা বলেছেন তাঁদের কথা মন ছুঁয়ে গিয়েছে। আমরা তাদের ওয়ার্কারের মতো কাজ করি। তারা আমাদের খুব সহায়তা করেন। আমার ইউকে বন্ধুদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আর্টিফিসিয়াল হাব, সোলার এনার্জি, শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়, এআই, ক্ষুদ্র শিল্প নিয়ে কথা হয়েছে। তাদের আগ্রহ রয়েছে। আমার বিনম্র আবেদন, ইউকে এয়ারলাইন্স ফ্রেন্ডদের বলছি একটা কি সরাসরি ফ্লাইট দিতে পারেন? প্রত্যেকটা ফ্লাইট বুকড। কোনও সিট ফাঁকা থাকে না।আমরা জ্বালানিতে ভর্তুকি দিচ্ছি। এখন ১৮ ঘণ্টা লাগছে। যদি সরাসরি ফ্লাইট থাকে তবে ৮ ঘণ্টা সময় লাগবে।'

তিনি বলেন, 'এটা আমার আবেদন যে সরাসরি ফ্লাইট চালু করুন। সকলেই বলছে দয়া করে এটা বলুন। আমরা ভালো রিসেপশন দেব। আমাদের সরাসরি ফ্লাইট থাকলে খুব সুবিধা হবে।'

মমতা বলেন, 'আমরা ৬টা করিডর বানাচ্ছি শিল্পের। বীরভূমের দেউচা পাঁচামি হচ্ছে। এটা আরও বিনিয়োগে উৎসাহ দেবে। সেইল গ্যাস , ওএনজিসির কথা উল্লেখ করেন মমতা। জঙ্গলমহল কর্মসুন্দরী প্রকল্প। ২৮০০ আইটি কোম্পানি এসেছে। আগের সরকারের জন্য আমরা আমাদের সৌন্দর্য্য হারিয়েছি। তবে এখন এগোচ্ছে। এমএসএমইতে আমরা সবার আগে।'

সমবায় পদ্ধতিতে বিশ্বের বৃহত্তম শস্য সংগ্রহের পরিকল্পনা

নয়াদিল্লি, ২৬ মার্চ , ২০২৫

কেন্দ্রীয় সরকার ২০২৩ সালের ৩১ মে সমবায় পদ্ধতিতে বিশ্বের বৃহত্তম শস্য সংগ্রহের পরিকল্পনাটিকে একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি বা প্রাইমারি এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি তৈরি করা হবে। এইসব সোসাইটি গুদাম, শস্যের বিভিন্ন প্রক্রিয়াকরণের মতো কৃষিভিত্তিক নানা ধরনের কাজ করবে। এক্ষেত্রে কৃষি পরিকাঠামো তহবিল, কৃষি বিপণন পরিকাঠামো তহবিল, প্রধানমন্ত্রী ফর্মালাইজেশন অফ মাইক্রো ফুড প্রসেসিং এন্টারপ্রাইজেস স্কিমের মতো সরকারি প্রকল্পের সাহায্য নেওয়া হবে। পাইলট প্রকল্প অনুসারে ১১টি রাজ্যে প্রত্যেকটিতে এ ধরনের সোসাইটি গড়ে তোলা হবে। এরমধ্যে ত্রিপুরায় গোমতী জেলায় খিলপাড়া প্রাইমারি এগ্রিকালচার ক্রেডিট সোসাইটি লিমিটেডের গুদামে ২৫০ মেট্রিকটন শস্য মজুদ রাখার ব্যবস্থা থাকছে। আসামের কামরুপে দুই নম্বর পাব বংশার জিপিএসএস লিমিটেডের গুদামে ৫০০ মেট্রিকটন শস্য রাখা যাবে।

পাইলট প্রকল্পে এগুলি ছাড়াও আরও ৫০০টি সোসাইটি গড়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। মস্ত্রক ২ লক্ষ বহুমুখী প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতি গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেছে। দেশ জুড়ে এই সমিতিগুলি গড়ে উঠবে। ডেয়ারি এবং মৎস্য সমবায় সমিতিগুলিও এর আওতায় আসবে।

বিশ্বের বৃহত্তম শস্য সংগ্রহ পরিকল্পনার আওতায় ইতোমধ্যেই ৯,৭৫০ মেট্রিকটন শস্য মজুত রাখার ক্ষমতা অর্জিত হয়েছে। এই গুদামগুলি তৈরি হওয়ার ফলে খাদ্য শস্যের অপচয় যেমন কমেছে, পাশাপাশি দেশ জুড়ে খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী হয়েছে। সরকার ত্রিপুরা সহ ৯টি রাজ্যে সমবায় সমিতি চিহ্নিত করেছে যেগুলিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হবে।

রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ।

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Randhumahal Club) - 9735697689
Child Line – 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219 (Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364, (Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

ড্রোনের মাধ্যমে কর্নিয়া পরিবহন শুরু হয়েছে

ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক, সিনিয়র সাংবাদিক

নতুন দিল্লি, ২৬ মার্চ, ২০২৫ (এজেন্সি)। হরিয়ানার সোনিপতের ডক্টর শ্রফ চ্যারিটি আই হাসপাতাল থেকে ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট (এনসিআই), এইমস ঝাজ্জর এবং তারপর নতুন দিল্লির এইমস-এ ড্রোনের মাধ্যমে কর্নিয়ার টিস্যু পরিবহনের সফল পরীক্ষা এখন আমাদের সড়কপথে এই কাজটি করার ঝামেলা থেকে মুক্তি দিতে পারে। তবে করোনা সংকটের সময় থেকেই স্বাস্থ্য খাতে ড্রোনের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

সরকারি সূত্র অনুসারে, আইসিএমআর, এইমস, নয়াদিল্লি এবং ডঃ শ্রফ চ্যারিটি আই হসপিটালের সহযোগিতায় এবং বেসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রকের সহায়তায় এই বিষয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করেছে, যেখানে দেখা গেছে যে ড্রোনটি প্রায় ৪০ মিনিটে দুটি শহরের মধ্যে দূরত্ব অতিক্রম করেছে, যা সাধারণত সড়ক পথে ২-২.৫ ঘন্টা সময় নেয়।

কর্নিয়ার টিস্যুগুলির সময়মত পরিবহন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দান করা কর্নিয়ার কার্যকারিতা সময়-সংবেদনশীল। পরিবহনে বিলম্ব টিস্যুর গুণমানকে প্রভাবিত করতে পারে এবং সফল প্রতিস্থাপনের সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে। ড্রোন-ভিত্তিক পরিবহন ঐতিহ্যবাহী সড়ক নেটওয়ার্কের একটি দ্রুত, আরও দক্ষ এবং পরিবেশ বান্ধব বিকল্প প্রদান করে।

গত কয়েক বছর ধরে, ICMR-এর আই-ড্রোন উদ্যোগ উত্তর-পূর্ব ভারত (COVID-19 এবং UIP ভ্যাকসিন, ওষুধ এবং অস্ত্রোপচার), হিমাচল প্রদেশ (উচ্চ উচ্চতা এবং শূন্যের নীচে তাপমাত্রায় ওষুধ এবং নমুনা), কর্ণাটক (অন্তঃঅপারেটিভ অনকোসার্জিক্যাল নমুনা), তেলেঙ্গানা (টিবি থুতুর নমুনা) এবং এনসিআর (রক্তের ব্যাগ এবং এর উপাদান) এর মতো রাজ্যগুলিতে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরবরাহের জন্য ড্রোনের সফল ব্যবহার প্রদর্শন করেছে।

স্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগের (ডিএইচআর) সচিব এবং আইসিএমআরের মহাপরিচালক ডঃ রাজীব বাহল বলেন, কোভিড-১৯ মহামারীর সময় প্রত্যন্ত অঞ্চলে টিকা সরবরাহের জন্য আই-ড্রোন প্ল্যাটফর্মটি মূলত তৈরি করা হয়েছিল। এরপর থেকে এটি উচ্চ-উচ্চতা এবং শূন্যের নীচের স্থানে রক্তের পণ্য এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এটিই এর সিক্যুয়েল।

এইমস, নয়াদিল্লির পরিচালক অধ্যাপক ড. (ডঃ) এম. শ্রীনিবাস বলেন যে ভারতে লক্ষ লক্ষ মানুষ কর্নিয়ার অন্ধত্বের শিকার হয় এবং সময়মতো দাতার টিস্যুর প্রাপ্যতা প্রায়শই অত্যন্ত সীমিত। এই ড্রোন-ভিত্তিক পরিবহন মডেল দৃষ্টি পুনরুদ্ধারকারী অস্ত্রোপচারের ন্যায্য অ্যাক্সেস নিশ্চিত করার দিকে একটি রূপান্তরমূলক পদক্ষেপ হতে পারে।

নির্বাচন ঘোষণা বাংলাদেশে, জাতির উদ্দেশে ভাষণে ছাত্রদের দাবি নস্যাৎ করলেন ইউনুস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

অবশেষে চাপের মুখে জাতীয় নির্বাচনের সময়সীমা ঘোষণা করলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুস। বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের দাবি নস্যাৎ করে জানিয়ে দিলেন ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যেই ভোট হবে দেশে। প্রথম থেকেই ছাত্রদের দাবি ছিল, ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনার ফাঁসি না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন হওয়া উচিত নয়।গত বছরের জুলাই মাসে সরকারি চাকরিতে কোটা বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে বাংলাদেশ। 'বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন' নামে পড়ুয়াদের একটি সংগঠন পথে নামে। জামাতের উসকানিতে তাদের সেই আন্দোলন হিংসাত্মক রূপ নেয়। ৫ আগস্ট গদি হারিয়ে হাসিনা দেশ ছাড়েন। ৮ আগস্ট ক্ষমতায় আসে ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার। তারপর থেকে দেশে দাপাদাপি বাড়ে মৌলবাদীদের। সংখ্যালঘু নির্বাচন, খুন, ধর্ষণ লাগামছাড়া হারে বৃদ্ধি পায়। বিএনপি, জাতীয় পার্টির মতো একাধিক রাজনৈতিক দল দ্রুত ভোটের দাবি তোলে। কিন্তু ইউনুস এর আগে কখনই পরিষ্কারভাবে নির্বাচনের সময় জানাতে পারেননি। সবসময়ই ভোটের আগে দেশ সংস্কারের উপর জোর দিয়েছেন। গণতন্ত্র রক্ষায় ভোটের দাবিতে আমেরিকা, ভারত, ব্রিটেনের মতো দেশও ঢাকার উপর চাপ বাড়াচ্ছিল। সব মিলিয়ে ঘরে বাইরে চাপে পড়েছিলেন ইউনুস।ভোটের থেকেও তাঁরা মুজিবকন্যার বিচারের দাবি জানাচ্ছিলেন। এদিকে, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে ক্রমাগত সরকারের উপরে চাপ বাড়াচ্ছে বাংলাদেশের সেনা। সেনাপ্রধান ওয়াকার-উজ জামান হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, এমন কিছু করবেন না যাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ভার কাঁধে তুলে নিতে বাধ্য হয় সেনা। ফলে বিশ্লেষকরা বলছেন, সামরিক শাসনের ভয়েই এবার ভোটের সময়সীমা বেঁধে দিলেন ইউনুস।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো সূত্রে খবর, আজ মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন ইউনুস। তিনি জানান, "চলতি বছরের ডিসেম্বর থেকে আগামী বছরের জুনের মধ্যে নির্বাচন হবে। আমরা চাই আগামী নির্বাচনটি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হোক। এর জন্য নির্বাচন কমিশন সব ধরনের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে। আমরা আশা করছি এবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো ব্যাপক উৎসাহ, উদ্দীপনা নিয়ে ভোটের জন্য তৈরি হবে।"

ছাত্র আন্দোলনের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, "জুলাই অভ্যুত্থানের প্রথম পর্ব সফলভাবে সমাপ্ত হয়েছে। প্রথম পর্বের সমাপ্তির মধ্য দিয়ে অভ্যুত্থানের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হল। সব সময় মনে রাখতে হবে, আমরা কিন্তু যুদ্ধাবস্থায় আছি। 'গুজব' হল এই জুলাই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে পরাজিত শক্তির মস্ত বড় হাতিয়ার। গুজব শুনলেই তার সূত্রের সন্ধান করুন। গুজব অবহেলা করবেন না। বহু অভিজ্ঞ সমরবিশারদ এই গুজবের পিছনে দিনরাত কাজ করছেন। এর মূল লক্ষ্য জুলাই অভ্যুত্থানকে ব্যর্থ করা। আমরা তাকে ব্যর্থ হতে দেব না।" সরাসরি আওয়ামি লিগের নাম না নিলেও ইউনুস বলেন, "তারা এই ঐক্য ভাঙতে চায়। তাদের অভিনব কৌশল আপনি টেরই পাবেন না। আপনি বুঝতেই পারছেন না কখন তাদের খেলায় আপনি পুতুল হয়ে গিয়েছেন। আমাদের সচেতনতা এবং সামগ্রিক ঐক্য দিয়েই এই গুজবকে রুখতে হবে। পলাতক অপশক্তির ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিতে হবে।"

সিনেমার খবর

নতুন প্রেমিকা পেয়ে সালমানকে যেভাবে খোঁচা দিলেন আমির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

(বাঁ থেকে) সালমান খান, আমিরের নতুন প্রেমিকা গৌরী স্প্র্যাট ও আমির খান।

প্রায় ১৮ মাস ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে প্রেম করেছেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা আমির খান। যদিও ১৩ মার্চ নিজের ৬০তম জন্মদিনের একদিন আগেই প্রেমিকাকে প্রকাশ্যে আনেন অভিনেতা। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে প্রেমিকার পরিচয় পর্ব সারেন।

মাস ছয়েক ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল, বেঙ্গালুরু নিবাসী উদ্যোক্তার সঙ্গে প্রেম করছেন অভিনেতা। নাম গৌরী স্প্র্যাট। যদিও বলিউডে এতদিন গৌরী নাম শুনলেই প্রথম মাথায় আসত শাহরুখ খানের স্ত্রী গৌরী খানের কথা। এবার আরও এক গৌরীর সন্ধান মিলল, তিনিই আমির খানের বর্তমান প্রেমিকা। স্প্র্যাট পদবি থেকে খান হয়ে উঠতে পারেন কি না, তা সময় বলবে।

যদিও বলিউডের দুই খান গৌরীকে পেয়ে গিয়েছেন এবার বাকি পড়ে রইলেন শুধু সালমান খান। আমিরকেই প্রশ্ন করা হয়, তবে কি সালমানের এবার গৌরী খুঁজে নেওয়া উচিত? তাতেই বন্ধুকে নিয়ে ঠাট্টা করলেন আমির!

ষাটের কাছাকাছি বয়স হতে চলেছে সালমানের। জীবনে একাধিক নারীসঙ্গ হয়েছে তার। তাবড় নায়িকাদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়েছেন। কিন্তু প্রেমে পরিণতি পাওয়া হয়নি সালমানের। একদা বলিউডের অন্যতম সুপুরুষের তকমা দেওয়া হত তাকে। যদিও এখন বয়স বেড়েছে, বয়সের ছাপ পড়েছে চোখেমুখে। অভিনেতার প্রাক্তন প্রেমিকারা যদিও সকলেই প্রায় বিয়ে করে সংসারী। কিন্তু একা রয়ে গিয়েছেন ভাইজান।

তার সমসাময়িক অন্য দুই খান, আমির ও শাহরুখ দু'জনেই নিজেদের জীবন গুছিয়ে নিয়েছেন। আমিরের দু'বার বিয়ে ভেঙেছে। তারপর ফের গৌরীর মধ্যে প্রেম খুঁজে পেয়েছেন আমির। অন্যদিকে, শাহরুখ ও গৌরী খানের প্রায় ৩৩ বছরের দাম্পত্য জীবন। কিন্তু বন্ধু সালমানকে নিয়ে সন্দিহান আমির।

সালমানেরও গৌরী খোঁজা উচিত কি না সেই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "ও আর কী গৌরী খুঁজবে! নিজের জন্য যেটা ভাল সেটা করছে।"

যদিও নিজের নতুন প্রেমিকাকে বলিউডের পুরনো দুই বন্ধু শাহরুখ ও সালমানের সঙ্গে প্রথমে আলাপ করান আমির।

'ওয়ার ২' মুক্তি কবে?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের পরবর্তী সিনেমা 'ওয়ার ২' নিয়ে দর্শকের আগ্রহের কমতি নেই। প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানও চাইছে খুব দ্রুত সিনেমাটি দর্শকদের সামনে নিয়ে আসতে।

সেই ধারাবাহিকতায় সিনেমাটি মুক্তির ঘোষণা দিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা। জানিয়েছে মুক্তির দিনক্ষণ। আগামী ১৪ আগস্ট বিশ্বব্যাপী মুক্তি পাবে 'ওয়ার ২'।

যশ রাজ ফিল্মস তাদের অফিসিয়াল এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে আনুষ্ঠানিকভাবে 'ওয়ার ২'-এর মুক্তির দিনক্ষণ জানিয়ে লিখেন, 'এটা না বললেই নয়, আমরা 'ওয়ার ২'-এর প্রমোশন শুরু করার আগেই আপনারা ছবি নিয়ে এত উৎসাহ প্রকাশ করেছেন, যা দেখে আমরা সত্যি আপ্লুত... চলতি বছরের ১৪ আগস্ট বিশ্বব্যাপী নানা প্রেক্ষাগৃহে এই ছবি ঝড় তুলবে।'

অয়ন মুখার্জি পরিচালিত এই ছবির প্রধান চরিত্রে রয়েছেন হৃতিক রোশন। তিনি 'ওয়ার ২'-এর প্রিক্যুয়াল 'ওয়ার'-এও ছিলেন।

তার সঙ্গে আগের কিস্তিতে দেখা গিয়েছিল টাইগার শ্রফকে। আর এবার এই ছবির সিক্যুয়েলে দেখা যাবে জনপ্রিয় দক্ষিণী অভিনেতা জুনিয়র এনটিআরকে।

প্রসঙ্গত, ২০১২ সালে সালমান খান এবং ক্যাটরিনা কাইফ অভিনীত 'এক থা টাইগার' ছবির হাত ধরে যশ রাজ ফিল্মস তাদের স্পাই ইউনিভার্সের পথ চলা শুরু করেছিল। ছবিটি ব্যাপকভাবে বাণিজিক্য সাফল্য পাওয়ায় প্রযোজনা সংস্থা দুটি সিক্যুয়েল তৈরি করে।

একটি হলো 'টাইগার জিন্দা হ্যায়', যা ২০১৭ সালে মুক্তি পায়। আর একটি হলো 'টাইগার ৩'। এই ছবিটি ২০২৩ সালে মুক্তি পায়।

তবে শুরু থেকেই স্পাই ইউনিভার্স তৈরির তেমন কোনও পরিকল্পনা ছিল না প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে। তারপর ২০১৯ সালে মুক্তি পায় টাইগার শ্রফ ও হৃতিক রোশন অভিনীত 'ওয়ার'।

এরপর ২০২৩ সালে যখন শাহরুখ খান এবং দীপিকা পাড়ুকোন অভিনীত 'পাঠান' মুক্তি পায়, তখন জানা যায় এই ছবিগুলো নিয়ে স্পাই ইউনিভার্স তৈরি হতে চলেছে।

এরপর 'ওয়ার ২' ছাড়াও এই স্পাই ইউনিভার্সে ব্যানারে আসবে শাহরুখ খানের 'পাঠান ২', সালমান ও শাহরুখ অভিনীত 'টাইগার বনাম পাঠান'। তাছাড়াও প্রথম আসছে 'আলফা'। এই ছবিতে মুখ্য ভূমিকায় দেখা যাবে আলিয়া ভাট এবং শর্বরীকে। এটাই প্রথম নারী-পরিচালিত যশ রাজ ফিল্মসের স্পাই ইউনিভার্সের ছবি হতে চলেছে।

অস্কারকে নিয়ে কঙ্গনার 'তাচ্ছিল্য', তবে কি হতাশা থেকেই?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন

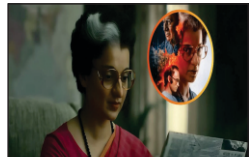

বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত বরাবরই স্পষ্টবাদী। বিভিন্ন বিষয়ে বিতর্কের মুখে পড়লেও তিনি নিজের মতামত জানাতে দ্বিধাবোধ করেন না। এবার তার মন্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু "অস্কার বনাম জাতীয় পুরস্কার"। কঙ্গনা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, আন্তর্জাতিক পুরস্কার নয়, ভারতের জাতীয় পুরস্কারই তার কাছে সর্বোচ্চ সম্মানের।

সম্প্রতি কঙ্গনার পরিচালিত ও অভিনীত ছবি "ইমার্জেন্সি" মুক্তি পেয়েছে জাতীয় স্তরের এক ওয়েব প্ল্যাটফর্মে। মুক্তির পরপরই ছবিটি "ট্রেন্ডিং ১" স্থানে চলে আসে। এই সাফল্যে উচ্ছ্বসিত এক অনুরাগী সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে মন্তব্য করেন, "এই ছবি আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য প্রতিযোগিতা করতে পারে"।

এর জবাবে কঙ্গনা জানান, তার কাছে অস্কারের কোনো মূল্য নেই। তিনি বলেন, "অস্কারের পেছনে দৌড়ানো একদমই বোকামি! আমার কাছে জাতীয় পুরস্কারই যথেষ্ট। 'ইমার্জেন্সি' যদি জাতীয় সম্মান পায়, তাতেই আমি খুশি"।

তিনি আরো বলেন, "আমাদের নিজেদের পুরস্কার ও স্বীকৃতির মূল্য সবচেয়ে বেশি হওয়া উচিত। ভারতের সর্বোচ্চ চলচ্চিত্র পুরস্কার আমার কাছে গর্বের বিষয়"।

"ইমার্জেন্সি" ছবিতে কঙ্গনা অভিনয় করেছেন ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে। ১৯৭৫ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছিল। কঙ্গনার পরিচালনায় নির্মিত এই চলচ্চিত্রে সেই সময়ের ঘটনাগুলো তুলে ধরেছে।

তবে কঙ্গনার এই মন্তব্যের পরে সোশ্যাল মিডিয়াতে শুরু হয়েছে সমালোচনা।

আমরা এভাবে প্রতিপক্ষকে কখনো অসম্মান করিনি : ডি পল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ম্যাচের আগে আর্জেন্টিনাকে বাজে ভাষায় গালি দিয়েছিলেন ব্রাজিলিয়ান তারকা রাফিনিয়া। মূলত তাতেই ক্ষোভে ফুঁসছিলেন আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা। মাঠের পারফরম্যান্সে রাফিনিয়ার সেই গালির জবাব দিয়েছেন হুলিয়ান আলভারেজ-রদ্রিগো ডি পলরা।

রাফিনিয়ার প্রতি যে আর্জেন্টাইন ফুটবলাররা ক্ষুব্ধ তা মাঠেও কয়েকবার বোঝা গেছে। এ দিন খেলার মাঝেই রাফিনহাকে উদ্দেশ্য করে নিকোলাস ওতামেন্ডি বলেছেন, তোমার কম কথা বলা উচিত।

ঘরের মাঠে ৯০ মিনিটের দ্বৈরথে ব্রাজিলকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর রাফিনিয়ার সেই মন্তব্য নিয়ে মুখ খুলেছেন আর্জেন্টিনার মাঝমাঠের কাণ্ডারি ডি পল।

ম্যাচ শেষে তিনি বলেন, আমরা কখনো এভাবে কোনো প্রতিপক্ষকে অসম্মান করিনি। অথচ গত কয়েক বছরে আমরা বারবার প্রতিপক্ষের দ্বারা অসম্মানিত হয়েছি। কেউ আমাদের পাশে দাঁড়ায়নি। আমরা সবকিছু জিতেছি এবং এখনো সেই ধারা বজায় রেখে ভালো খেলে যাচ্ছি। ছয় বছর ধরে আমরাই বিশ্বের সেরা জাতীয় দল। তারা যেন আমাদের সম্মান করে।

এদিকে রাফিনিয়ার উদ্দেশে প্যারাদেস বলেছেন, ম্যাচের আগে অবশ্যই আপনার অসম্মান করার অধিকার নেই। বিশেষ করে, যদি মাঠে খেলা দেখাতে না পারেন। রাফিনিয়া ওই বাজে মন্তব্য করার পর আমরা তা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে শেয়ার করেছিলাম। আমরা সব সময় আমাদের কথা মাঠেই বলি।

আইপিএলে লজ্জার রেকর্ড ম্যাক্সওয়েলের

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে (আইপিএল) লজ্জার এক রেকর্ড গড়েছেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। অজি এই অলরাউন্ডার এখন আইপিএলে সর্বোচ্চ শূন্য রানে আউট হওয়া ব্যাটার।

মঙ্গলবার পাঞ্জাব কিংসের হয়ে গুজরাট টাইটান্সের বিপক্ষে খেলতে নেমে নিজের খেলা প্রথম বলেই সাই কিশোরের বলে লেগ বিফোরের ফাঁদে পড়েন ম্যাক্সওয়েল। ফলে শূন্য রানে সাজঘরে ফিরতে হয় তাকে।

এ নিয়ে আইপিএলে ১৯তম বার ডাক খেলেন ম্যাক্সওয়েল, যা আইপিএল ইতিহাসে সর্বোচ্চ। তিনি পেছনে ফেলেছেন রোহিত শর্মা এবং দীনেশ কার্তিককে। ভারতীয় দুই ব্যাটারের ১৮ বার করে ডাকের রেকর্ড আছে। শূন্য রানে আউট হওয়ার তালিকায় এই তিনজনের পরেই রয়েছেন পীযূষ চাওলা ও সুনীল নারিন।

দুজন ১৬ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন। রশিদ খান ও মনদীপ সিংহ ১৫ বার শূন্য রানে সাজঘরে ফিরেছেন। ১৪ বার শূন্য রানে আউট হয়েছেন মানিশ পান্ডে ও অম্বাতি রাইডু। আইপিএলের গত আসর একেবারেই ভালো যায়নি ম্যাক্সওয়েলের।

রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে ১০ ম্যাচে মাত্র ৫২ রান করেছিলেন তিনি। ফলে বেঙ্গালুরু ছেড়ে দেয় তাকে। এবার নিলামে ৪ কোটি ৮০ লাখ রুপিতে তাকে কেনে পাঞ্জাব। নতুন দলের হয়েও শুরুটা ভালো হলো না ম্যাক্সওয়েলের।

দিল্লিতে নতুন ভূমিকায় ডু প্লেসিস

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন

আইপিএলের আসন্ন আসরের আগে শেষ দল হিসেবে অধিনায়কের নাম ঘোষণা করেছিল দিল্লি ক্যাপিটালস। অক্ষর প্যাটেলকে অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এবার অক্ষরের ডেপুটিও ঠিক করে ফেলেছে তারা। দলটির সহ অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করবেন ফাফ ডু প্লেসিস।

গত আসরে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ছিলেন ডু প্লেসিস। গত আসরে দলটিকে নেতৃত্ব দিলেও এবার মেগা নিলামের আগে তাকে ছেড়ে দেয় বেঙ্গালুরু। আর নিলাম থেকে এই প্রোটিয়া ব্যাটারকে তার ভিত্তিমূল্য ২ কোটি রুপিতে দলে ভেড়ায় দিল্লি।

ডু প্লেসিস বেশ অভিজ্ঞ হলেও তাকে অক্ষরের সহকারী হিসেবেই রেখেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। অক্ষরকে অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়ে দিল্লি ক্যাপিটালসের চেয়ারম্যান কিরণ কুমার গান্ধী বলেছেন, 'অক্ষরকে দিল্লি ক্যাপিটালসের অধিনায়ক নিযুক্ত করতে পেরে আমরা আনন্দিত। ২০১৯ সাল থেকে তিনি দিল্লি দলের গুরুত্বপূর্ণ এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই দল যে মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত, অক্ষর তারই প্রতীক।'

'গত দুই আসরে অক্ষর আমাদের সহ-অধিনায়ক ছিলেন। এই সিদ্ধান্ত নেতা হিসেবে তার অগ্রগতির প্রতিফলন। অক্ষরের প্রতি আমাদের কোচিং স্টাফসহ দলের সবার আস্থা রয়েছে। অক্ষরকে আমাদের শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন।'-যোগ করেন তিনি।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali,P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR